ঈমানের নিরাপত্তা

25-March-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَائِكَةً مَعَهُمْ صُحُفٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَقْلَامٌ مِّنْ ذَهَبٍ يَكْتُبُوْنَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَكْثَرَ النَّاسِ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ আর স্বর্ণের

কলম থাকে, তারা লিখে যে, কে বৃহস্পতিবার দিন ও শুক্রবার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫০, হাদীস ২১৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো **"ঈমানের নিরাপত্তা"** এই বয়ানে আমরা শুনবো যে, কোরআন ও হাদীসে ঈমানের উপর অটল থাকার প্রতি কিরূপ জোর দেয়া হয়েছে, একজন

মুসলমানের ঈমানের নিরাপত্তার প্রতি কিরূপ সজাগ থাকা জরুরী, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ ঈমানের নিরাপত্তার জন্য কিরূপ সজাগ ছিলেন, তাঁদের ঈমান হরণ হওয়ার কিরূপ ভয় ছিলো, ঈমান হরণ হওয়ার প্রতি সজাগ থাকা কিরূপ জরুরী, আখিরাতের মুক্তির জন্য কি উপায় অবলম্বন করতে হবে, তাছাড়াও এমন অনেক কাজের ব্যাপারে শুনবো, যা ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে ইত্যাদি। আসুন! সর্বপ্রথম **আল্লাহ পাকের** ঐসকল বান্দাদের কোরআনি ঘটনা শুনবো যারা নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আসহাবে কাহাফের ঘটনাবলী

অনেকদিন পূর্বে (আরব সাগরের পাশ্ববর্তি রোম দেশ) **"উফসুস"** শহর জনবসতিপূর্ণ ছিলো, এই শহরটি বাদশাহ "দাকইয়ানুস" এর সম্রাজ্যের অধিনে ছিলো। দাকইয়ানুস নিজেও **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করতো এবং প্রজাদেরও এতে বাধ্য করতো, যারা এর বিরোধীতা করতো তাদেরকে অত্যাচার করতো এবং বেদনাদায়ক শাস্তি দিতো। ঈমানদাররা তার অত্যাচার থেকে পালিয়ে বেড়াতো এবং ঈমান বাঁচাতো। ঈমানদারদের একটি দলের এই সন্দেহ ছিলো, এক না একদিন দাকইয়ানুস তাদের নিকট পৌঁছে যাবে এবং তাদেরকে অন্য খোদার ইবাদত করতে বাধ্য করবে, এই ভয়ে তারা শহর ছেড়ে দেয়ার মনস্থির করলো এবং সেখান থেকে চলে গেলো, পথে তাদের সাথে এক রাখালের সাক্ষাত হলো যে নিজের ঈমান রক্ষার জন্য শহর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছিলো, তার সাথে একটি কুকুরও ছিলো, সেই রাখাল ও কুকুরও তাঁদের সাথে যেতে লাগলো। পথে একটি পাহাড়ের গুহায় তাঁরা আশ্রয় নিলো এবং সেখানে আরামের জন্য ঘুমিয়ে পড়লো, গুহায় ঘুমানোর পর তাদের

সাথে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো: (১) তাঁরা গুহায় ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে ছিলো। ৩০৯ বছর পর যখন **আল্লাহ পাকে**র নির্দেশে তাঁরা জাগ্রত হলো তখন শুধু তাঁদের শরীর অক্ষত ছিলো না বরং তাঁদের পোষাক, মুদ্রা এমনকি তাঁদের কুকুরও অক্ষত ছিলো। (২) তাঁরা গুহায় এমনভাবে ঘুমিয়ে ছিলো যে, কেউ তাঁদেরকে দেখলে মনে করতো যে, তাঁরা জেগে আছে। (৩) **আল্লাহ পাকের** নির্দেশে সূর্য উদিত হওয়ার সময় ডান দিকে আর সূর্যাস্তের সময় বাম দিকে হয়ে যেতো, এভাবেই এই নেককার লোকেরা গুহার খোলা অংশে ঘুমানোর পরও সূর্যের কিরণ থেকে রক্ষা পেয়েছে।

দাকইয়ানুস যখন জানলো যে, কয়েকজন লোক অন্য খোদার উপাসনা করা থেকে বাঁচার জন্য গুহার ভেতর আশ্রয় নিয়েছে তখন সে আদেশ দিলো, গুহার মুখ একটি দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দাও, যাতে তাঁরা কখনো গুহা থেকে বের হতে না পারে আর সেখানেই ধীরে ধীরে মারা যায়। দাকইয়ানুস যাকে দেয়াল নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করলো, সে খুবই নেককার লোক ছিলো। সে এই সিদ্ধান্ত তো পরিবর্তন করতে পারলো না তবে সে গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের নাম এবং এর বিস্তারিত বিবরণ একটি ফলকে লিখে সিন্দুকে রেখে দিলো এবং সিন্দুকটি দেয়ালের ভিত্তির মধ্যে সংরক্ষিত রেখে দিলো। অতঃপর এই আসহাবে কাহাফ ৩০৯ বছর পর একজন নেককার ও পরহেযগার মুমিন বাদশাহ বিদরুসের শাসনামলে **আল্লাহ পাকে**র আদেশে জাগ্রত হলো।

(তাফসীরে খাযিন, পারা ১৫, সূরা কাহাফ, ১৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৯৮-২০৩ পৃষ্ঠা)

আসহাবে কাহাফ অর্থাৎ গুহাবাসীদের ঘটনা কোরআনে করীমের ১৫তম পারা সূরা কাহাফের ৯ম আয়াতে এরূপ রয়েছে:

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝

(পারা ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি কি অবগত হয়েছেন যে, পাহাড়ের গুহা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারীরা আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আসহাবে কাহাফ নিজেদের **ঈমানের নিরাপত্তা**র প্রতি কিরূপ চিন্তিত ছিলো যে, তারা দাকইয়ানুস বাদশাহের পক্ষ থেকে প্রদত্ত খোদা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন আর অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বাঁচতে এবং ঈমানের উপর অটল থাকতে গুহায় চলে গেলেন, এই কারণেই **আল্লাহ পাকে**র তাঁদের প্রতি দয়া হলো, **আল্লাহ**র রহমত তাঁদের প্রতি ধাবিত হলো, তিনশত বছরেরও বেশি সময় তাঁরা **আল্লাহ পাকে**র নিরাপত্তায় ছিলো, পরবর্তি যুগ তাঁদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করলো না, তাদের জন্য যেনো সময় থমকে ছিলো, ৩০৯ বছর পরও যখন তাঁরা জাগ্রত হলো তখন তেমনই যুবক, সতেজ এবং জীবন দ্বারা সমৃদ্ধ ছিলো আর **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে নিজের আশ্চর্যজনক নিদর্শন হিসাবে সাবস্ত করেছেন।

এই ঘটনা থেকে কি শিক্ষা পেলাম?

মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আসহাবে কাহাফের ঘটনায় লিখেন: এই (ঘটনা) থেকে দু'টি মাসআলা জানতে পারলাম।

একটি হলো, আউলিয়াগণের কারামত সত্য, আসহাবে কাহাফগণ বনী ইসরাঈলের আউলিয়া, তাঁদের কোনকিছু পানাহার ব্যতীত এত দীর্ঘসময় জীবিত থাকাই হলো কারামত।

দ্বিতীয়টি হলো, অলীদের কারামত ঘুমন্ত অবস্থায়ও প্রকাশ হতে পারে আর মৃত্যুর পরও প্রকাশ হতে পারে।

ঐসকল আউলিয়াগণের শরীরকে মাটির না খাওয়াও কারামতে আউলিয়া। (নুরুল ইরফান, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোন নিশ্চয়তা নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের কোটি কোটি দয়া যে, **তিনি** আমাদেরকে **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা মুসলমান, কিন্তু পাশাপাশি এটাও খুবই চিন্তার বিষয় যে, আমাদের মধ্যে কারো নিকট এই নিশ্চয়তা নেই যে, মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানই থাকবে, যেমনিভাবে অসংখ্য কাফের সৌভাগ্যক্রমে মুসলমান হয়ে যায়, তেমনিভাবে অসংখ্য দূর্ভাগা মুসলমান مَعَاذَ الله **(আল্লাহর** পানাহ) ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়াও প্রমাণিত রয়েছে।

আদম সন্তানের শ্রেনিবিন্যাস

এক দীর্ঘ হাদীসে পাকে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেন: আদম সন্তানকে বিভিন্ন শ্রেনিতে সৃষ্টি করা হয়েছে: (১) কিছু মুমিন হিসাবে জন্মেছে, মুমিন হিসাবেই জীবিত থাকে আর মুমিন

হিসাবেই মারা যায় (২) কিছু অমুসলিম হিসাবে জন্মেছে, কুফর হিসাবে জীবিত থাকে এবং অমুসলিম হিসাবেই মারা যায়। (৩) কিছু মুমিন হিসাবে জন্মেছে, মুমিন হিসাবে জীবন অতিবাহিত করে এবং কুফর অবস্থায় বিদায় নিয়েছে আর (৪) কিছু অমুসলিম হিসাবে জন্মেছে, অমুসলিম হিসাবে জীবিত থাকে আর মুমিনি হিসাবে মারা যায়।

(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/৮১, হাদীস ২১৯৮)

আসল সফলতা কি?

জানা গেলো! আসল সফলতা শুধু দুনিয়ায় মুমিন ও মুসলমান হওয়াই নয় বরং এর পাশাপাশি মৃত্যুর সময় নিজের ঈমানের নিরাপত্তা সহকারে যাওয়াই হলো আসল সফলতা, যেমনটি অপর এক হাদীস পাকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ অর্থাৎ প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় উঠানো হবে, যেই অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে। **(মুসলিম, ১১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭২৩২)**

মুফাসসীরে কোরআন হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল, যদি কেউ কুফরের উপর মারা যায় তবে কুফর অবস্থাতেই উঠবে, যদিও সারাজীবন মুমিন হিসাবেই ছিলো। আর যদি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে তবে ঈমান অবস্থাতেই উঠবে যদিও সারাজীবন অমুসলিম ছিলো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৫৩)**

ঈমানের নিরাপত্তার জন্য কি করা যায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ ✯ ঈমানের নেয়ামত অর্জনের জন্য **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকা, ✯ সারা

জীবন ঈমানের উপর অটল থাকার দোয়া করতে থাকা, ✯ ঈমানের নিরাপত্তা ও অটলতার জন্য ইলমে দ্বীন বিশেষকরে ঈমানিয়্যত ও কুফরীয়াতের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা, ✯ ঈমানের নিরাপত্তার জন্য জিহবাকে কাঁচির মতো দ্রুত ও বাজারী ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে একে যিকির ও দরূদ এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথার জন্য ব্যবহার করা, ✯ ঈমানকে কুফরের সমস্ত সম্ভাবনা থেকে বাঁচানো, ✯ নিজেকে ঈমান নষ্টকারী সকল কাজ থেকে বিরত রাখা, ✯ শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য নামায ও রোযা এবং শরীয়াতের অনুসরন করা, ✯ ঈমানের উপর অটলতার জন্য **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিমুলক কাজ করতে থাকা, ✯ ঈমানের উপর অটলতার জন্য **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টতা ও অবাধ্যতা থেকে সর্বদা বাঁচতে থাকা।

আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদাররা! **আল্লাহকে** ভয় করো যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য এবং কখনো মৃত্যুবরণ করো না, মুসলমান হওয়া ব্যতীত।

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে **তাফসীরে নুরুল ইরফানে** রয়েছে: এথেকে জানা গেলো! **ইসলামের উপর শেষ পরিনতি** হওয়াই মূল বিবেচ্য বিষয়। যদি সারাজীবন মুমিন ছিলো, মৃত্যুর সময় অমুসলিম হয়ে গেলো তবে সে আসলে অমুসলিমের ন্যায়।

এই মর্মকথার অপর আয়াতে মুবারাকার আলোকে মুফতী সাহেব লিখেন: জানা গেলো! মুসলমান হওয়া বড় বিষয় নয় বরং মুসলমান হিসাবে

মৃত্যুবরণ করাই হলো আসল সাফল্য। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে ঈমানের উপর মৃত্যু নসীব করুন। আমিন (পারা ১, বাকারা, ১৩২নং আয়াতের পাদটিকা)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ অর্থাৎ আমল নির্ভর করে তার পরিনতির উপর। (বুখারী, কিতাবুল কদর, ৪/২৭৪, হাদীস ৬৬০৭) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ঈমানের নিরাপত্তা সহকারে উঠাকে এবং নেককার লোকদের সাথে আমাদের হাশর করার সৌভাগ্য দিক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি মূলক কাজ যেনো হয়ে না যায়

হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কেমন আছেন? বললেন: যার নৌকা নদীর মাঝখানে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে, এর কাঠগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রতিটি লোককে কাঠের উপর নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে তবে তাদের কি অবস্থা হবে? আরয করা হলো: খুবই পেরেশানগ্রস্থ। বললেন: আমারও একই অবস্থা। একবার তিনি এমন উদাস হয়ে গেলেন যে, অনেক বছর পর্যন্ত হাসেননি। লোকেরা তাঁকে এরূপ দেখতেন যেনো কোন একাকী বন্দি আর তাঁকে মৃত্যুর শাস্তি শুনানো হবে। তাঁর নিকট এই অস্থিরতা ও পেরেশানির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি ইবাদত ও রিয়াযত এবং এতো মুজাহেদা করার পরও চিন্তিত কেন? বললেন: আমার মাঝে সর্বদা এই আতঙ্ক বিরাজ করে যে, আমার দ্বারা এমন কোন কাজ যেনো সম্পাদন হয়ে না যায়, যার কারণে **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আর ইরশাদ করে দেন যে, তুমি যা ইচ্ছা করো কিন্তু আমার দয়া তুমি পাবে না। ব্যস এই কারণেই আমি আমার প্রাণ গলিয়ে (অতিবাহিত করে) যাচ্ছি। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ২/৮৩২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের ছায়াতলে সম্পৃক্তদেরকে আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অসংখ্যবার ইসলামের নূরেই থাকা, কুফরের অন্ধকার থেকে বেঁচে থাকা এবং কুফর থেকে সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকার উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমনটি

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি স্বভাব এমন রয়েছে, যার মাঝে এসব স্বভাব থাকবে, সে এ স্বভাবের কারণে ঈমানের মিষ্টতা (Sweetness) পেয়ে যাবে। (১) যার নিকট **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) অন্যদের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে (২) যে কোন বান্দাকে ভালবাসলো আর তার এই ভালবাসা শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য হওয়া এবং (৩) ঐ ব্যক্তি যে **আল্লাহ পাক** তাকে কুফর থেকে বের করার পর কুফরে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করে, যেভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সর্বদা নেক আমল করার পাশাপাশি ভীত হয়ে জাহান্নাম থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকা উচিৎ। এরও অসংখ্য ফযিলত ও বরকত রয়েছে, **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকের অসংখ্য স্থানে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের আলোচনাও করেছেন। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۶﴾

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক যারা বলে, 'হে আমাদের **প্রতিপালক**! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো আর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।'

আরো ইরশাদ করেন:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যারা **আল্লাহ**র স্মরণ করে-দাঁড়িয়ে, বসে এবং করটের উপর শুয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে; হে আমাদের **প্রতিপালক**! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি; পবিত্রতা তোমারই, সুতরাং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

আরো ইরশাদ করেন:

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ﴿۶۴﴾ وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۵﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿۶۶﴾

(পারা ১৯, সূরা ফোরকান, আয়াত ৬৪-৬৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর ঐসব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন **রবে**র জন্য সিজদা ও কিয়ামের মধ্যে এবং ঐসব লোক, যারা আরয করে, 'হে আমাদের **রব**! আমাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও জাহান্নামের শাস্তিকে; নিশ্চয় সেটার শাস্তি হচ্ছে গলার শৃঙ্খল'। নিশ্চয় সেটা অতি নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল।

(অর্থাৎ দোযখ তার জন্য আযাবের স্থান, তা যার ঠিকানা। দোযখে অবস্থানকারী ফিরিশতা বা জান্নাতী লোক, যারা দোযখ থেকে গুনাহগার মুমিনদেরকে বের করার জন্য যাবে। তাদের জন্য আযাবের স্থান নয়।)

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াতে পরিপূর্ণ ঈমানদার, রাত্রি জাগরণ ও ইবাদতকারীদের দোয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা নিজেদের নামাযের পর ও সাধারণ সময়ে এভাবে আরয করে থাকে: হে আমাদের **দয়ালূ প্রতিপালক**! আমাদের থেকে জাহান্নামের

আযাবকে ফিরিয়ে দাও, যা কিনা খুবই যন্ত্রণাদায়ক, নিশ্চয় এর আযাব গলার শৃঙ্খল, নিশ্চয় জাহান্নাম খুবই মন্দ অবস্থানের স্থান। এই আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়:

(১)... নিজের ইবাদত ও রিয়াযতের প্রতি ভরসার করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** দয়া ও রহমতের প্রতি ভরসা করা উচিৎ আর তাঁর গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভীত থাকা উচিৎ, কেননা এটাই হলো পরিপূর্ণ ঈমানদারদের পদ্ধতি। যেমনিভাবে ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমদ নাসফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাঁদের এই দোয়া দ্বারা এটাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তাঁরা অধিকহারে ইবাদত করার পরও **আল্লাহ পাকের** ভয় পোষণ করতেন এবং তাঁর দরবারে বিনয় ও নম্রতা এবং কান্নাকাটি করতেন।

(২)... আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে এটা বলা হয়েছে যে, পরিপূর্ণ ঈমানদার সৃষ্টির সাথে ভাল আচরন করা এবং অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করার চেষ্টার করার পরও **আল্লাহ পাকের** আযাবের প্রতি অনেক ভীত থাকে আর নিজের কাছ থেকে আযাবকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কান্নাকাটি করার পাশাপাশি আবেদন করে থাকে, যেনো তারা অত্যধিক ইবাদত গুজারী ও পরহেযগারীতার পরও যখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করে তখন নিজেকে গুনাহগার মনে করে থাকে এবং এর কারণ হলো, তারা তাদের আমলকে গন্য করে না এবং নিজেদের অবস্থার প্রতি ভরসা করে না।

(রুহুল বয়ান, আল ফোরকান, ৬৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৪২। সীরাতুল জিনান, ৭/৫৬)

জান্নাত ও জাহান্নামের আবেদন

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিকট

তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তখন জান্নাত বলে: **ইলাহী**! একে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন জাহান্নাম বলে: **ইলাহী**! একে আগুন থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দাও। (জামেয়ে তিরমিযী, ৪/২৫৭, হাদীস ২৫৮১)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা বা দিনে একবার অথবা জীবনে একত্রে তিনবার এরূপ বলে: اَللّٰهُمَّ ادْخِلْنِي الْجَنَّةَ (হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দাও) আর তিনবার এরূপ বলে: اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ (হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো) তবে স্বয়ং জান্নাত তার জন্য প্রবেশাধিকারের দোয়া করবে আর দোযখ নিজের থেকে আশ্রয়ের জন্য **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আরয করবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৬৭)

হযরত মিসআর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত আব্দুল আলা তাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জান্নাত ও দোযখ মানুষের পক্ষ প্রতি মনোযোগী থাকে, যখন কোন বান্দা জান্নাতের প্রার্থনা করে তখন জান্নাত বলে: হে **আল্লাহ পাক**! একে আমার মধ্যে প্রবেশ করাও আর যখন বান্দা দোযখ থেকে বাঁচার প্রার্থনা করে তবে সে বলে: হে **আল্লাহ পাক**! একে আমার থেকে বাঁচাও। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ৫/১১৩)

এক বর্ণনায় রয়েছে: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের ইরশাদ করেন: আমার বান্দার আমলনামায় দেখো, যে আমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করেছে আমি তাকে জান্নাত দান করবো আর যে আমার নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, আমি তাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দিবো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয় স্বজনের আকৃতিতে ঈমান ডাকাতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় আসার ছিলো তো আমরা এসে গেছি কিন্তু এবার দুনিয়া থেকে ঈমানকে নিরাপদ ভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুবই কঠিন উপত্যকা পাড়ি দিতে হবে আর তবুও জানিনা যে, শেষ পরিনতি কিরূপ হবে! মনে রাখবেন! মৃত্যুর সময় ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য শয়তান বিভিন্নভাবে হাতকড়া ব্যবহার করে থাকে, এমনকি পিতামাতার আকৃতি ধারন করেও ঈমানের উপর ডাকাতি করে থাকে এবং কখনো মৃত্যু পথযাত্রীর সামনে অন্তিম মুহূর্তে তার প্রিয়জনদের আকৃতিতে চলে আসে আর ভ্রান্ত লোকদের সঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে মৃত্যু পথযাত্রীকে সেই ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বলে, আবার কখনো ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার অন্য কোন ফন্দি করে। নিঃসন্দেহে তা এতই স্পর্শকাতর পরিস্থিতি হয়ে থাকে যে, ব্যস যার উপর **আল্লাহ পাকের** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ হয়, সেই এতে সফলতা লাভ করে আর তারই ঈমান নিরাপদ থাকে।

ঈমানের উপর মৃত্যু আসলে তবে আজ ও এক্ষুনি আসুক!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া থেকে ঈমান নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার কাজটি খুবই কঠিন, আফসোস! আমাদের যদি সবার ঈমানের নিরাপত্তা বিধানের প্রেরণার প্রতি অটলতা নসীব হয়ে যেতো। আফসোস! শতকোটি আফসোস! যেনো নিরাপত্তার সহিত ঈমানের উপর মৃত্যু নসীব হয়ে যায়।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উক্তির সারমর্ম হলো: যদি ঈমানের উপর মৃত্যু আমার নিজের কক্ষের দরজায় পাওয়া যায় আর শাহাদত ভবনের মূল দরজায় অপেক্ষমান থাকে, যদিও তা উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা কিন্তু আমি

কক্ষের দরজায় পাওয়া ঈমানের উপর মৃত্যুকে দ্রুত গ্রহণ করে নিবো, কেননা জানিনা যদি ভবনের মূল দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে আমার মন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আমি ঈমানের উপর পাওয়া মৃত্যুর সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবো! (ইহইয়াউল উলুম, ৪/২১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যার ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাইহোক, আমাদেরকে সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র দয়াময় দরবারে ঈমানের নিরাপত্তার ভিক্ষা করতে থাকা উচিৎ। প্রবল উদ্ধেগের বিষয় হলো, যেভাবে দুনিয়াবী সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদাসিনতা আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে, তেমনিভাবে বরং এরচেয়েও বেশি কঠিন ব্যাপার ঈমানের বিষয়ে, কেননা ঈমানের নিরাপত্তার প্রতি উদাসিনতা এবং ঈমান ছিনিয়ে যাওয়ার প্রতি নির্ভয় সরাসির ক্ষতিকর। ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: যার ঈমান ছিনিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

জানা গেলো! ঈমানের নিরাপত্তা থেকে উদাসিনতা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিকর, অতএব আমাদের সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে ভীত থেকে তাঁর সন্তুষ্ট করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিৎ। আসুন! **আল্লাহ পাকে**র গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে একটি ভাবগাম্বির্যপূর্ণ ঘটনা শুনি:

সর্বদা কল্যাণময় শেষ পরিনতির দোয়ার কারণে

হযরত আব্দুল্লাহ মুয়াজ্জিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কাবা শরীফের তাওয়াফরত ছিলাম, এমনসময় এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে কাবা শরীফের

গিলাফের সাথে জড়িয়ে একটি দোয়া বারবার করছিলো। "হে **আল্লাহ পাক** আমাকে দুনিয়া থেকে মুসলমান হিসাবেই বিদায় দিও।" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: এ দোয়া ছাড়া অন্য কোন দোয়া করছো না কেন? সে বললো: আমার দুই ভাই ছিলো। বড় ভাই চল্লিশ বছর যাবৎ মসজিদে বিনা পারিশ্রমিকে (ফি সাবিলিল্লাহ) আযান দিতে থাকে। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন সে কোরআন পাক চাইলো, আমরা তাকে দিলাম, যাতে তা থেকে বরকত লাভ করে। কিন্তু কোরআন পাক হাতে নিয়ে সে বলতে লাগলো: "তোমরা সকলে সাক্ষী হয়ে যাও, আমি কোরআনের সকল বিশ্বাস ও বিধানের প্রতি অসন্তুষ্টি (Displeasure) প্রকাশ করছি, সে ভ্রান্ত ধর্ম গ্রহণ করলো এবং কাফের হয়েই মারা গেলো। অতঃপর অপর ভাই ত্রিশ বৎসর যাবৎ মসজিদে ফি সাবিলিল্লাহ আযান দিলো কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার ঈমানও নষ্ট হয়ে গেলো। তাই আমি নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত ও সর্বদা উত্তম মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে থাকি। হযরত আব্দুল্লাহ মুয়াজ্জিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার দুই ভাই এমন কি গুনাহ করতো? যার কারণে তাদের মন্দ মৃত্যু হলো? সে বললো: তারা পরনারীর প্রতি আসক্ত ছিল এবং সুদর্শন বালকের (অর্থাৎ দাড়ি গোঁফ গজায়নি এমন বালক) সাথে বন্ধুত্ব করতো।

(রওযুল ফায়েক, ১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের একটি হলো "ফজরের জন্য জাগানো"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমানের নিরাপত্তার দৌলত পেতে আর অন্তর ও দৃষ্টির পবিত্রতা বৃদ্ধি করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার

১২টি মাদানী কাজে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হলো **"ফজরের জন্য জাগানো"**। এই দ্বীনি কাজের পুস্তিকাও প্রকাশ হয়েছে। তা অধ্যয়ন করুন এবং এতে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী এই দ্বীনি কাজকে সুন্দরভাবে প্রসার করার চেষ্টাও করুন।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হলো **"ফজরের জন্য জাগানো"** লাগানো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানোকে **"ফজরের জন্য জাগানো"** বলা হয়। এই দ্বীনি কাজের পুস্তিকা **"ফজরের জন্য জাগানো"** নামে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই দ্বীনি কাজকে প্রসার করুন।

✲ اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"ফজরের জন্য জাগানো"**র বরকতে তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে। ✲ নামাযের নিরাপত্তা নসীব হয়। ✲ মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত ফজরের নামায আদায় হতে পারে। ✲ **"নেকীর দাওয়াত"** দেয়ার সাওয়াবও অর্জন করা যায়। ✲ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সুনাম হয়। ✲ **"ফজরের জন্য জাগানো"** ব্যক্তিরা বারবার মুসলমানকে হজ্ব এবং প্রিয় মদীনা দেখার দোয়া দিয়ে থাকে, **আল্লাহ পাক** চাইলে এই দোয়া তার জন্যও কবুল হয়ে যাবে। ✲ **"ফজরের জন্য জাগানো"**তে পায়ে হাঁটার বরকতে স্বাস্থ্যও ভাল হয়। ✲ মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানো **সুন্নাতে মুস্তফা**, মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাতে ফারুকীও।

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ফজরের জন্য মানুষদের জাগাতে জাগাতে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (তাবকাতুল কুবরা, যিকরি ইস্তিখলাফে ওমর, ৩/২৬৩) আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি ঘটনা শুনি:

ফজরের জন্য জাগানোর বরকতে ফয়যানে মদীনার জন্য জমিন পেয়ে গেলাম

এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার সাথে একটি শহরে গেলো, ফজরের আযানের পর সে ফজরের জন্য জাগাতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ একটি ঘর থেকে একজন মর্ডান যুবক তাদের সাথে যোগ দিলো এবং সে ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করলো। পরে সেই যুবকের পিতা কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাত করতে এলো। তিনি ছিলেন ধনী। তিনি এসে বললেন: ফজরে জাগানোর বরকতে তার অবাধ্য মর্ডান বেনামাযী ছেলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মর্ডান যুবকের পিতা প্রভাবিত হয়ে সেই শহরে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য জমিন উপহার স্বরূপ দিলো।

মন্দ মৃত্যুর চারটি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শরহুস সুদূর কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: কতিপয় ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰه বলেন: মন্দ মৃত্যুর কারণ হলো চারটি: (১) নামাযে অলসতা (২) মদ্যপান (৩) পিতামাতার অবাধ্যতা (৪) মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া। **(শরহুস সুদূর, ২৭ পৃষ্ঠা)**

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: মন্দ সহচর্য ঈমানের জন্য খুবই বিপদজনক কিন্তু আফসোস! লোকেরা খারাপ বন্ধুদের থেকে বিরত থাকে না, গল্পগুজবের বৈঠক থেকে নিজেকে বাঁচায় না, হাসি ঠাট্টার অভ্যাস থেকে বিরত থাকে না। আহ! খারাপ সহচর্যের ভয়াবহতা এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে যে, মুহূর্তকালের জন্যও একাকী **আল্লাহ**র স্মরণ করতে মন

চায় না। ঈমানের নিরাপত্তার যদিও চাহিদা রয়েছে, তবুও আমরা এর জন্য খারাপ বন্ধুদের ছেড়ে দেয়া বরং কোন প্রকার কুরবানি দেয়ার সহস রাখিনা। মনে রাখবেন! খারাপ বন্ধু ঈমানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে, তার এটা দেখা উচিৎ যে, কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।

(মুসনাদে ইমাম ইহমদ, ৩/১৬৮, হাদীস ৮০৩৪)

সহচর্য সর্বাবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে, ভালদের সহচর্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায় হয়ে থাকে আর খারাপ বন্ধুত্ব দুনিয়া ও আখিরাতে দূর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে।

হযরত আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে কিন্তু তাদের মতো আমল করতে পারে না? ইরশাদ করলেন: হে আবু যর! তুমি তার সাথেই হবে যাকে তুমি ভালবাসো। আমি আরয করলাম: আমি **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি। ইরশাদ করলেন: হে আবু যর! তুমি যাকে ভালবাসো, তার সাথেই থাকবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৪২৯, হাদীস ৫১২৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ কারো সাথে বন্ধুত্ব করার পূর্বে তাকে যাচাই করে নাও যে, সে **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূল** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অনুগত কিনা। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৯৯)**

জানা গেলো! আমাদের ভালদের প্রতি ভালবাসা এবং তাদেরই সহচর্য গ্রহণ করা উচিৎ। ভালদের সহচর্য দুনিয়ায়ও উপকারী এবং আখিরাতেও সফলতার কারণ আর খারাপ লোক এবং বদ মাযহাবের সহচর্য ঈমানের জন্য হত্যাকারী বিষ সমতুল্য।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমান ও কুফর সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান

মনে রাখবেন! ঈমান ও কুফরের জরুরী জ্ঞান অর্জন করা বরং এসকল ইসলামী আকীদা জানা যে, যা অস্বীকার করাতে বান্দা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তা জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত তিনটি কিতাব অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। (১) কিতাবুল আকায়িদ (২) বুনিয়াদী আকাঈদ অউর মা'লুমাতে আহলে সুন্নাত (৩) বাহারে শরীয়াতের প্রথম খন্ডের ১ম অংশ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! মাদানী মুযাকারায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উত্তরসূরীর সহচর্য নিঃসন্দেহে অনেক বড় **নেয়ামত ও ঈমান নিরাপত্তার** উপায়। হতে পারে কারো মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, আমি এত দূরে রয়েছি, আমি তাঁদের সহচর্য কিভাবে অর্জন করতে পারি? আসুন! শুনি যে, প্রকাশ্য সাক্ষাত ও সহচর্য না হওয়া অবস্থায় কি করতে হবে, যাতে ঐ ব্যক্তিত্বদের ফয়যান অর্জন হয়, তাঁদের বরকত গ্রহণ করা যায়, মাদানী চ্যানেল দুনিয়া জুড়ে যেভাবে নেকীর দাওয়াত প্রসার করে যাচ্ছে, সেভাবে মানুষের ঈমানের নিরাপত্তাও বিধান করছে বরং মাদানী চ্যানেলের বরকতে এই পর্যন্ত জানি কতজন অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। মাদানী চ্যানেলেও আমীরে আহলে সুন্নাত এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর যিয়ারতের সুযোগ হয়ে থাকে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগ আইটি ডিপার্টমেন্ট আশিকানে রাসূলের জন্য একটি অনেক বড় কাজ করেছে, তা কি, আসুন! শুনি!!!

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের এ্যাপ (Application) এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই আধুনিক যুগে কোরআন ও সুন্নাতের দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য নতুন প্রযুক্তিও গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নামেও একটি এ্যপ (Application) বানানো হয়েছে। যার নাম হলো: আলহাজ্ব উবাইদ রযা আত্তারী (Al Haaj Ubaid Raza Attari) এতে জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান, শর্ট ক্লিপ্স, বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম, মাদানী চ্যানেল রেডিও ইত্যাদি ডাউনলোডিং ও সার্চিং সুবিধাসহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আজই আপনার মোবাইলে এই এ্যপ ইনস্টল করে নিন এবং তা থেকে অসংখ্য সুবিধা গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমান হরণের জন্য ছিনতাই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ঈমানের নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে শুনছিলাম, আহ! যদি আমাদের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের মতো চিন্তা ভাবনা নসীব হয়ে যেতো, **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দারা ঈমান হরণ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কিরূপ কাঁপতেন, আসুন! এব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা শুনি।

ঈমান হরণে চিন্তায় সারা রাত কান্না করতে থাকতেন

হযরত ইউসুফ বিন আসবাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার হযরত সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সারা রাত কান্না করতে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি গুনাহের ভয়ে কান্না করছেন? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি খড়কুটা উঠিয়ে নিলেন আর বললেন: গুনাহ তো **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই খড়কুটার চেয়েও কম গুরুত্ব রাখে, আমি তো এই বিষয়ে ভীত যে, ঈমানের দৌলত যেনো ছিনিয়ে নেয়া না হয়। **(মিনহাজুল আবেদিন, ১৬৯ পৃষ্ঠা)**

আমি ব্যস কল্যাণময় শেষ পরিনতির চিন্তায় অস্থির

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার সম্পর্কে উদ্ধৃত করেন: হযরত সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওফাতের সময় কাদঁতে ও চিৎকার করতে লাগলেন। লোকেরা সান্তনা দিয়ে আরয করলো: জনাব! ঘাবড়াবেন না, **আল্লাহ পাকের** দয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখুন। বললেন: মন্দ মৃত্যুর ভয় কাঁদাচ্ছে, যদি ঈমানের উপর শেষ পরিনতির জামানত পেয়ে যেতাম তবে আমার এই বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, যদিও পাহাড়ের (Mountains) সমানও গুনাহ নিয়ে **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাত করি।

(ইহইয়াউল উলুম, ৪/২১১)

ঈমান হিফাযতের দোয়া

হযরত ইবনে আবু জামিলা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি হযরত রিজাআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বিদায় দিয়ে বললেন: হে আবু মিকদাম! **আল্লাহ পাক** আপনাকে হিফাযত করুক। তিনি বললেন: হে ভাতিজা! প্রাণের হিফাযত নয় বরং ঈমান হিফাযতের দোয়া করো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৯২, নম্বর ৬৮০৯)

ঈমানের হিফাযতের জন্য মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্নতা

কুতুল কুলুবে বর্ণিত রয়েছে: এক ব্যক্তি সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতো। হযর আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর নিকট তাশরীফ নিয়ে গিয়ে যখন

এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন: আমার মনে এই ভয় ভর করেছে যে, এমন যেনো না হয় আমার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হলো আর আমি তা জানিইনা। (কুতুল কুলুব, ১/৩৮৮)

হে আশিকানে রাসূল! হুযুর সায়্যিদী গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আউলিয়াদের সর্দার, কিন্তু তিনি ঈদের দিন কয়েকটি পংতি বললেন, যার অনুবাদ হলো: লোকেরা বলে যে, কাল ঈদ! কাল ঈদ! আর সবাই খুশি হয়, কিন্তু আমি তো যেদিন এই দুনিয়া থেকে নিজের ঈমান নিরাপত্তার সহিত নিয়ে যাবো, সেইদিনই হবে আমার জন্য ঈদের দিন। (সীরাতুল জিনান, ১/২৬৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এ ব্যাপারে ভয় লেগে থাকতো যে, যেনো আমার কাছ থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেয়া না হয়, ✯ অধিকহারে ইবাদত করার পরও **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টিমূলক কাজ এবং কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন, ✯ অপরকে দিয়েও ঈমানের নিরাপত্তার দোয়া করাতেন, ✯ ঈমানের নিরাপত্তার জন্য অশ্রু বিসর্জন করতেন, ✯ অধিকহারে ঈমানের নিরাপত্তার জন্য অপ্রয়োজনিয় মেলামেশা থেকে বেঁচে থাকতেন। অতএব আমাদেরও উচিৎ, এই সকল **আল্লাহ** ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরনে চলা, নিজের মুখের নিরাপত্তা বিধান করা, অহেতুক ও অপ্রয়োজনিয় মেলামেশা করা থেকে বিরত থাকা, নেকীর আগ্রহ নিজের অন্তরে সৃষ্টি করা, নিজের গুনাহের জন্য অশ্রু বিসর্জন করা এবং গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করা, **আল্লাহ পাকের** নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তার দোয়া করা এবং এর জন্য আমলীভাবে চেষ্টাও অব্যাহত রাখা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ, নিজের গুনাহ গুলোকে স্মরন করা, এর জন্য অশ্রু বিসর্জন করা এবং **আল্লাহ পাকের** নিকট তাওবা ও ইস্তিগফার করা। দূর্ভাগ্যক্রমে আজকাল আমরা কান্না তো করি কিন্তু গুনাহের জন্য খোদাভীতির কারণে কান্না করি না বরং দুনিয়ার দুঃখ কষ্টের কারণে কান্না করি। আর আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর নিকট দুনিয়ার ভালবাসা বা সম্পদ চলে যাওয়ার জন্য কান্না কোনরূপ প্রশংসাযোগ্য ছিলো না বরং ঐসকল লোকদের নিকট খোদাভীতিতে কান্না করা, ইশকে মুস্তফায় অশ্রু বিসর্জন করা, গুনাহের কারণে অশ্রু বিসর্জন (Weeping) করা এবং ঈমান হরণ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কান্নাকাটি করা প্রশংসাযোগ্য ছিলো।

দুনিয়াবী সম্পদ চলে যাক কিন্তু ঈমান যেনো না যায়

হযরত আব্দুল্লাহ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ অভিযোগ করে আরয করলো: হুযুর, চোর আমার ঘর থেকে সমস্ত মালামাল চুরি করে নিয়ে গেছে। তিনি বললেন: যদি শয়তান তোমার মনে প্রবেশ করে ঈমান নিয়ে যেতো তবে তুমি কি করতে? (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ২/৮০৫)

আহ! আমরাও বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে ✯ খোদাভীতিতে কাঁদবো, ✯ ঈমানের সহিত শেষ পরিনতির জন্য কাঁদবো, ✯ মন্দ মৃত্যুর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করবো, ✯ **আল্লাহর** স্মরণে কান্নাকাটি করবো, ✯ ইশকে মুস্তফায় পলক ভিজাবো, ✯ মদীনার স্মরণে ছটফট করবো, ✯ জান্নাতুল বাক্বীর চাহিদায় কান্না করবো, ✯ কিয়ামতের আতঙ্ক থেকে বাঁচতে চক্ষু ভেজাবো, ✯ পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার জণ্য কাঁদবো, ✯ আমলের মিযানে নেকীর পাল্লা ভারী হওয়ার জন্য কাঁদবো, ✯ বরং বিনা হিসাবে ক্ষমা লাভের জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করবো, ✯ নিজের গুনাহের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে গুনাহ ক্ষমা এবং সত্যিকার তাওবা প্রার্থনা করুন।

ঈমানের নিরাপত্তার জন্য কি কি করা যায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ ঈমানের নিরাপত্তার জন্য খারাপ লোকদের সহচর্য থেকে দূরে থাকুন, ✯ নেককার লোকের সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ুন, ✯ ইলমে দ্বীন শিখুন, ✯ গুনাহ থেকে দূরে থাকুন, ✯ নেকীর উপর অটলতা অর্জন করুন, ✯ পরিপূর্ণ ঈমানদারদের জীবনী অধ্যয়ন করুন, ✯ অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন, ✯ দ্বীনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, ✯ ঈমানের নিরাপত্তার জন্য অধিকহারে দোয়া করুন, ✯ বিভিন্ন ওযীফাও নিজের কার্যাদীতে অন্তর্ভূক্ত করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় ঈমানের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ওযীফা রয়েছে, তা পাঠ নিয়মিত পাঠ করুন তবে **আল্লাহ পাকের** রহমতে দুনিয়া ও আখিরাতে এর বরকত অর্জিত হবে। প্রতিদিন সকালে ৪১বার يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ لَآاِلٰهَ اِلَّآاَنْتَ পাঠকারীর অন্তর জীবিত থাকবে এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু হবে।

ঈমানের নিরাপত্তার আরো একটি অনন্য মাধ্যম হলো যে, কোন শরীয়াত সম্মত পীরের বাইয়াত গ্রহণ করা। হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আঁচলের ছায়ায় সম্পৃক্ত হওয়া মুরীদদের তো কথাই নেই। শায়খ আবু সাউদ আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: শায়খ আব্দুল কাদেরী জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন মুরীদদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এই ব্যাপারে জামিন যে, তাদের মধ্যে কেউই তাওবা করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে না।

(বাহজাতুল আসরার, ১৯১ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পবিত্র সত্তার আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত, যারা তাঁর মুরীদ হয়ে থাকে, তিনি তাদেরকে গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত

করে দেন। অতএব আমাদেরও উচিৎ, যখনই সুযোগ হয় সাথেসাথেই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যিকির ও দরূদের ফযিলত

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! যিকির ও দরূদের কয়েকটি ফযিলত শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি: (১) ইরশাদ করেন: আপন দয়ালূ রবের যিকিরকারী ও যিকির করে না যারা তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪/২২০, হাদীস ৬৪০৭) (২) ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪) ✯ **আল্লাহ পাকের** যিকির করা হলো রূহানী খাবার। ✯ অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** যিকির করো, **আল্লাহ পাকের** বিশেষ বান্দা হয়ে যাবে। (আরাবী কি সুয়ালাত অউর আরাবী আক্বা কি জাওয়াবাত, ৩ পৃষ্ঠা) ✯ হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: মোরগ বলে: اُذْكُرُوااللهَ يَاغَافِلِيْن অর্থাৎ হে উদাসিনরা! **আল্লাহ পাকের** যিকির করো। (ফয়যুল কদীর, ১/৪৮৮, ৬৯৫নং হাদীসের পাদটিকা) ✯ দরূদ শরীফ পাঠ করা আসলে নিজের দয়ালূ প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করার এক অনন্য মাধ্যম।

(দরূদ শরীফের পুস্পধারা, ২২ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

যিকির ও দরূদের অবশিষ্ট ফযিলত তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)